যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্সের ভাষণ

ঢাকা, ৩রা জুলাই, ২০০৩

মাননীয় মন্ত্রী, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের স্বাধীনতার ২২৭তম বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। জাতীয় পতাকা নিয়ে কুচকাওয়াজ করার জন্য আমি মেরিন কোর গার্ডদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের এই অনুষ্ঠান আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে যখনই আমাদের স্বাধীনতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন সেনারা স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে এসেছে।

এই বছর স্বাধীনতা দিবসটি শুক্রবারে পড়ায় আমরা বাংলাদেশে এক দিন আগেই দিবসটি উদযাপন করছি। এই বছরের অনুষ্ঠানটি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এই কারণে যে আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি আমার দায়িত্ব শেষ করে এই মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছি। নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত হ্যারি টমাস জুনিয়র আগস্টে বাংলাদেশে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। আমি জানি যে তিনি আমাদের দুই দেশের মধ্যকার সহযোগিতা জোরদার ও সম্প্রসারিত করার কাজে সফল হওয়ার লক্ষ্যে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, তাদেরসহ বাংলাদেশীদের বন্ধুত্ব ও মহানুভবতার প্রেরণার ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো যেসব দেশ সংঘাতের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেসব দেশে, যে ত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার ভয় কিছুটা থাকেই। প্রতি বছর বাংলাদেশ যখন তার নিজের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনার বার্ষিকী উদযাপন করে, তখন আমার মনে পড়ে বাংলাদেশীদের কাছে -- যাদের জীবন এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং যারা পরবর্তীকালে এই ইতিহাস সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন, তাদের কাছে এই ইতিহাস উপলব্ধি করাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আজ স্বাধীনতা ও মুক্তি সকল মানবজাতির জন্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হলেও আমরা স্বীকার করি যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের পৃথক পৃথক প্রয়াস যে সফল হবেই তা অবশ্যম্ভাবী বা পূর্বাহ্নে নিশ্চিত কোন ব্যাপার ছিলনা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে আমরা তথাকথিত মিনিটম্যানদের কথা স্মরণ করি। যুক্তরাষ্ট্রের বৈপ্লবিক যুদ্ধে মিনিটম্যানরা ছিল কৃষক, কামার, দিন মজুর, স্কুল শিক্ষক, গাড়ি নির্মাতা ও অন্যরা, যারা এক মিনিটের নোটিশে তাদের কাজের যন্ত্রপাতি ফেলে স্বাধীনতার আহ্বানে সাধারণ অস্ত্র তুলে নিত। মিলিশিয়া বা

সেনাবাহিনী গঠিত হবার আগে তারাই ১৩টি দুর্বল উপনিবেশে জীবন, মুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণায় সামরিক দিক দিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

১৭৭৬ সালের পর স্বাধীনতার সংগ্রাম এগিয়ে গেছে, যেমনটি দেখা গেছে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং সনাতনী রাজতন্ত্র থেকে ইউরোপের অংশগ্রহণভিত্তিক গণতন্ত্রে উত্তরণের সময়। বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে উপনিবেশের বিলোপ এবং পরবর্তী পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি। স্নায়ু যুদ্ধের পর আমরা লৌহ যবনিকার অবসান এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও জার্মানীর পুনরেকত্রীকরণ প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা চীনে কমিউনিস্ট মতাদর্শের শিথিলতা এবং বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ নির্মূল ও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

মানব অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সার্বজনীনতা সম্পর্কে ইতিহাস আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে? আমার নিবেদন হচ্ছে এই যে গণতন্ত্র কোন দুর্লভ প্রজাতির কোন ফুল নয় যে তার বিকশিত হবার জন্য কোন অনন্য বা বিশেষ ধরনের মাটির প্রয়োজন হয়। বরং গণতন্ত্র হলো বিশ্ব জুড়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য মানুষের আকুতিরই প্রতিফলন।

স্বাধীনতার এই প্রেরণায় আসুন আমরা যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের বন্ধুত্বের এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আপনাদের ধন্যবাদ।

========